তারিখ 06 OCT 1994
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

দৈনিক বাংলা

16

যেখানে প্রশ্নপত্র, সেখানে ফাঁস

কায়ার সঙ্গে ছায়া থাকে, আর আগুনের সঙ্গে ধোঁয়া। কিন্তু আমাদের দেশের পরীক্ষার সঙ্গে কি থাকে? শুধু একটি শব্দের উচ্চারণে এ প্রশ্নের জবাব অবশ্য দেয়া যাবে না। পরীক্ষার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। পরীক্ষার সঙ্গে নকল থাকে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া থাকে, তারপর সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা ইত্যাদি অনেক কিছুই থাকতে পারে। আমাদের সমাজে পরীক্ষা দারুণ সম্ভাবনাময় ঘটনা বলেই প্রমাণিত হচ্ছে বলা যাবে।

দৈনিক বাংলার রিপোর্টে যশোরে অনুষ্ঠিত এক পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। সহকারী তহশীলদার পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা। ওই পরীক্ষায় ওই সবগুলি অনুষঙ্গই প্রায় একসঙ্গে উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। প্রথমে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। অতঃপর ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের ফটোকপি ২শ' টাকা করে বিক্রি হয়েছে। সবশেষে সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্নের লিখিত উত্তর পরীক্ষার হলে নকল হয়েছে। যশোরের ১১টি কেন্দ্রের সব পরীক্ষার্থীই ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পাননি। ৪ হাজার ৪শ' ২০ জন পরীক্ষার্থী ৬৬টি পদের জন্য পরীক্ষা দিতে এসেছেন। কিন্তু হাতের পাঁচ আঙ্গুল যেমন ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির হয়, তেমনি পরীক্ষার্থীদের ভাগ্যও নানারকম। কারো ব্যাকিং আছে, কারো আছে নকলের দক্ষতা। আবার কারো ভাগ্য প্রসন্ন হলে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পেয়ে যেতে পারেন। যে কোন পথেই ভাগ্যের দুয়ার খুলে যেতে পারে। নির্দিষ্ট পথে সাধনা চালিয়ে যেতে পারলেই হয়।

আধুনিক প্রযুক্তি অনেক বিষয়কেই সহজ করে দিয়েছে। আমাদের দেশে আমরা জ্ঞানচর্চাকেও সহজ করে এনেছি নকল আর প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে। এ প্রক্রিয়া এতই লাগসই বলে প্রমাণিত হয়েছে যে শুরুতে শুধু এসএসসি, এইচএসসি, বিএ ইত্যাদি শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেলেও এখন তার ব্যবহারে বিস্তার ঘটেছে। এখন যেখানেই পরীক্ষা সেখানেই নকল, যেখানে প্রশ্নপত্র সেখানে ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা।

আমরা আগেই বলেছি, সবাই সমান ভাগ্যবান হয় না। যশোর তহশীলদার পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের একটা অংশ প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার প্রতিবাদে মিছিল করেছেন। পরীক্ষা বাতিল করার দাবিও তারা জানিয়েছেন। আমাদের ধারণা, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পাবার সৌভাগ্য থেকে এরা বঞ্চিত হয়েছেন।

কিছুসংখ্যক নাগরিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কিছু পরামর্শ দিতে চান। কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখতে পারেন। নকল এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনা যখন বন্ধ করা সম্ভবই হচ্ছে না, তখন সুযোগটা সবার জন্য বরং উন্মুক্ত করে দেয়া হোক। সবাই অবাধে নকল করুক, প্রশ্নপত্র ফাঁস করুক। সব পেয়েছির দেশে যেমন কোঠা বাড়ি কিছুই থাকে না, তেমনি আমাদের এই পরীক্ষার পালা থেকেও একসময় শিক্ষা বা জ্ঞান এসব উবে যাবে। ব্যবস্থাটা কি নেহাতই মন্দ হবে?

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরই। তবে নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার মত ঘটনাগুলি বন্ধ করা না গেলে অবস্থা ওই রকম দাঁড়াতে পারে, এ কথা ঠিক।